তারিখ 6 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

২৫

ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারী

ভার্সিটির শতকরা ৬৪ জনই আবাসিক সুবিধা বঞ্চিত

॥ সাহেদ হোসেন চৌধুরী ॥

দেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের শতকরা ৬৪ জনই বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত আবাসিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ক'বছর ধরে সৃষ্ট সেশন জট, শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবাসিক সংকট মারাত্মক রূপ নিয়েছে এবং এ সমস্যা বাড়ছেই। ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারী বৃদ্ধির তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবাসিক সুযোগ-সুবিধে বাড়ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একটি সূত্র জানায়, দেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শতকরা ৪৫ জন, শিক্ষকদের শতকরা ৩৭ জন ও কর্মচারীদের ২৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত আবাসিক যুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রসংখ্যাই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

সূত্র জানায়ঃ ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসিক সংস্থান রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৬৩ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫৬ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৪৯ দশমিক ৮০ জন এবং ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৮ জন শিক্ষার্থী আবাসিক সুযোগ-সুবিধে হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

ভার্সিটির শতকরা ৬৪ জনই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা স্বল্প। প্রয়োজনের তুলনায় ছাত্রী হল গড়ে উঠেনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবাসিক সমস্যার দিক হতে শিক্ষকদের অবস্থা শিক্ষার্থীদের চেয়ে আরও করুণ। ১ হাজার ১শ' জন শিক্ষক বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুযোগ পাচ্ছেন। অর্থাৎ মোট শিক্ষকের মধ্যে শতকরা ৩৬ দশমিক ১৬ জন শিক্ষককে আবাসিক সুযোগ-সুবিধে দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষক শতকরা ৩৬ দশমিক ৭০ জন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বনিম্নসংখ্যক শিক্ষক শতকরা ১৬ দশমিক ০৮ জন এই সুবিধার আওতায় রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৬৩ দশমিক ৩০ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৭৫ জন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৮৩ দশমিক ৯২ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া আবাসিক সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

আবাসিক সমস্যার দিক হতে সবচেয়ে বেশী বেকায়দায় পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা। কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এলাকায় থাকার কোন ব্যবস্থাই নেই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯৫ জন, ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৮৫ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৮৮ জন ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৭৫ জন কর্মচারী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন না।

সূত্র জানায়ঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে উদ্বেগজনকভাবে সৃষ্ট সেশন জটের কারণে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। অথচ নতুন করে কোন হল নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। যেমন, ১৯৮০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিল প্রায় ১০ হাজার। বর্তমানে এ সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় ১৮ হাজারে এসে ঠেকেছে। ১৯৮০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের সংখ্যা ছিল ৯টি। কিন্তু ১০ বছরের ব্যবধানে মাত্র ৩টি নির্মিত হয়েছে। এ সময়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়লেও সীটের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বছরই শিক্ষার্থীসংখ্যা বাড়ছে। সেই সাথে নিয়োগ করা হচ্ছে অতিরিক্ত কর্মচারী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী কর্মচারী রয়েছেন বলে সূত্রটির অভিযোগ।

জানা গেছে, দেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের আবাসিক সুবিধে না পেয়ে নতুন ফ্লাট নির্মাণের দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকদের এ দাবী কোন সময়ই ধোপে টেকেনি। যার কারণে বেশীর ভাগ শিক্ষকই ক্যাম্পাসে থাকতে পারছেন না। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষ হতে শিক্ষকদের বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি কিংবা কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৬ সালে ৩শ' ৭৫ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫শ'-তে এসে দাঁড়ালেও এ সময়ে মাত্র ৫টি নতুন ফ্লাট তৈরী করা হয়েছে।